

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿



নং: ১৪৪৫-০৩/০৩

সোমবার, ০৬ রবিউল আউয়াল,

০৯/০৯/২০২৪ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার কর্তৃক হিবুত তাহরীর-এর উপর আরোপিত বেআইনি নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে
জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকায় হিবুত তাহরীর-এর প্রেস ব্রিফিং

স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার কর্তৃক হিবুত তাহরীর, বাংলাদেশ-এর উপর আরোপিত অন্যায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র জমা প্রদান বিষয়টি নিয়ে আবেদনকারী এবং সংশ্লিষ্ট আইনজীবীগণ, আজ সোমবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, বিকাল ৩ ঘটিকায় জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা-এর আব্দুস সালাম অডিটোরিয়ামে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অ্যাডভোকেট নূর মোহাম্মদ, সুপ্রীম কোর্ট এবং হিবুত তাহরীর-এর সদস্য জনাব ইমতিয়াজ সেলিম সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, যার সারসংক্ষেপ নিচে উল্লেখ করা হলো:

২০০৯ সালের ২২শে অক্টোবরে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিবুত তাহরীর-কে শুধুমাত্র একটি প্রেসনোটের মাধ্যমে বেআইনীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। উক্ত প্রেসনোটে কোন স্মারক নং, এসআরও নং এবং কোন আইনের ধারা উল্লেখ না করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বশবর্তী হয়ে দলটির কার্যক্রমকে ‘জননিরাপত্তার জন্য হুমকি’ এবং ‘দেশের আইনশৃঙ্খলা বিরোধী’ আখ্যা দেয়। অথচ, হিবুত তাহরীর, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় সিদ্দিক ম্যানশন, ৫৫/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা বরাবর কোন নোটিশ প্রদান করা হয়নি এবং হাসিনার ফ্যাসিবাদী সরকার উক্ত অভিযোগের স্বপক্ষে কোন প্রমাণও পেশ করেনি। প্রকৃতপক্ষে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ পিলখানায় সেনাঅফিসারদেরকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনাটি বিশ্বাসঘাতক হাসিনার সহযোগীতায় ভারতীয় ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জনসম্মুখে প্রকাশের ক্ষেত্রে হিবুত তাহরীর-এর নিষ্ঠাবান ও সাহসী অবস্থানের কারণেই হাসিনা সরকার দলটিকে নিষিদ্ধ করে। দেশ এবং তার সাহসী সেনাবাহিনীর কল্যাণের কথা চিন্তা করে হিবুত তাহরীর হাসিনার ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে সাহসীভাবে রুখে দাঁড়ায় এবং তাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করতে ব্যাপকভাবে প্রচারপত্র বিতরণ, আলোচনা সভা, সমাবেশ ও মিছিলসহ ধারাবাহিক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০০৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী হিবুত তাহরীর-ই সর্বপ্রথম ভারত ও হাসিনা সরকারের ষড়যন্ত্রকে উন্মোচন করে একটি লিফলেট ইস্যু করে যার শিরোনাম ছিল: “সেনাবাহিনী ও বিডিআরকে ধ্বংস করার ভারতীয় ষড়যন্ত্র এবং সরকারের নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ করুন”। হিবুত তাহরীর-কে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার দলটিকে দমন করার নিমিত্তে ‘নিষেধাজ্ঞা’-কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। স্বৈরাচারী হাসিনার জারি করা নিষেধাজ্ঞাটি বেআইনি ও বাংলাদেশের সংবিধান পরিপন্থী ছিল। উপরন্তু, স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০১৩ (২)-এ কোন পূর্ব প্রজ্ঞাপন ব্যতীরেকে আইনের তোয়াক্কা না করে হিবুত তাহরীর-কে তফসিলভুক্ত করে, যা তাদের এই সন্ত্রাসবিরোধী আইন নামক কালো আইনের ধারা ১৮(১)-এর সাথে সাংঘর্ষিক এবং বেআইনী। ফলে সমাজের সচেতন মহল সেসময়ে হিবুত তাহরীর-কে নিষিদ্ধ করার নির্লজ্জ সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করেছিল। দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার একটি উপ-সম্পাদকীয়তে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী জনাব ফরহাদ মাজহার সরকারের তীব্র নিন্দা করেছিলেন: “...সরকার ব্যাখ্যা দেয়নি যে কেন হিবুত তাহরীর জননিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠছে। এমনকি তারা কোনো প্রমাণও পেশ করেনি”। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব মাহমুদুর রহমান ২০০৯ সালের ২৯শে অক্টোবর দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার প্রথম পাতায় “এজেন্ডা যখন ভিন্নমত দমন” শিরোনামে একটি মন্তব্য প্রতিবেদনে হিবুত তাহরীর-কে নিষিদ্ধ করায় সরকারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করেন। ‘অধিকার’-এর মতো বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাও এ ধরনের বেআইনী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। সংস্থাটি তার অক্টোবর ২০০৯-এর মানবাধিকার প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছিল যে: “...কোন প্রমাণ পেশ না করে হিবুত তাহরীর-এর নিষিদ্ধকরণ নিয়মাত্মক ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ঐতিহ্যবাহী প্রথার পরিপন্থী, এবং এটি সরকারের অগণতান্ত্রিক মনোভাবকে উন্মোচন করে দিয়েছে...”।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিকট বিগত ১৫ বছরের কঠিন রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং অত্যাচারী হাসিনার বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে **হিব্বুত তাহরীর**-এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকার বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখার আহ্বান জানাই। হাসিনার স্বৈরাচারী সরকারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয়ার কারণে দলটির অসংখ্য নেতাকর্মী ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এরপরও দলটি সর্বদাই দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আন্তরিক ও সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও, জামায়াতে ইসলামী'র উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি দ্রুত কার্যকর করার জন্য আমরা স্বাগত জানাই। জামায়াতে ইসলামী ছিল স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের নিষেধাজ্ঞার সর্বশেষ শিকার, যেখানে আমরা ছিলাম তাদের প্রথম শিকার এবং গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমরা অসহায়ভাবে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করছি। ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে হাসিনা সরকারের স্বৈরাচার থেকে তাড়া নিজেদেরকে আলাদা করবেন কিনা তা এখন তাদের উপর নির্ভর করছে। যেহেতু এই সরকার ছাত্র-জনতার আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সেহেতু তাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো এবং অনতিবিলম্বে **হিব্বুত তাহরীর**-এর উপর থেকে বেআইনী নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া।

পরিশেষে **হিব্বুত তাহরীর**-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত সাংবাদিকদের ধন্যবাদ প্রদান করে অনুরোধ করা হয় যেন তারা এই বেআইনী ও অন্যায্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়টি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর নিকট তুলে ধরেন এবং **হিব্বুত তাহরীর** প্রত্যাশা করে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার **হিব্বুত তাহরীর**-এর উপর বেআইনী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করবেন।

হিব্বুত তাহরীর / উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিস